যায়যায়দিন

তারিখ ... 22 JAN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ...

স্কুলে গলাকাটা ভর্তি ফি

শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির লাগাম টেনে ধরুন

একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ভিত যতো মজবুত হবে, সে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি ততোটাই বেগবান হবে। দক্ষিণ এশিয়ার শ্রীলংকা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বছরের পর বছর যুদ্ধ চললেও দেশটি শেষ হয়ে যায়নি শুধু উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার কারণে। দেশটির একশ ভাগ লোকই শিক্ষিত। এটা সম্ভব হয়েছে শিক্ষাকে সবার উপরে স্থান দেয়ায়। বাংলাদেশেও কাগজে-কলমে সবার উপরে স্থান দিয়ে রাখা হয়েছে শিক্ষাকে। কিন্তু দুর্নীতি শিক্ষাব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমনভাবে প্রবেশ করেছে-যে, সরকারের সদিচ্ছা সত্ত্বেও এ সেক্টরে উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। বিনামূল্যে বই বিতরণ, উপবৃত্তি, ফুড ফর এডুকেশন কার্যক্রমসহ বহু প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার শিক্ষা খাতে কোটি কোটি টাকা খরচ করছে। অথচ এখনো একশ ভাগ শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি করা যায়নি। এই সেক্টর থেকে দুর্নীতি যতো দিন দূর করা না যাবে ততোদিন কোনো আশা-ভরসাই নেই। বললে বেশি হবে না যে, শিক্ষা সেক্টরেই বাংলাদেশে মনে হয় সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি বিরাজ করছে।

দুর্নীতি করছে সব স্কুল কর্তৃপক্ষ। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টি জানে বলে ঢাকা মহানগরী এবং জেলা ও উপজেলা সদরে অবস্থিত নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন ছাত্র বা ছাত্রী ভর্তির সময় যাতে পাঁচ হাজার টাকার বেশি আদায় না করে সেজন্য ডিসেম্বরে নির্দেশনামা জারি করে। কিন্তু এ নির্দেশনামাকে কেয়ারই করছে না কোনো স্কুল কর্তৃপক্ষ। সরকারি নির্দেশনামার কয়েকগুণ বেশি আদায় করে তারা ছাত্রছাত্রী ভর্তি করছে। উন্নয়ন ফি, সেশন ফি, ভর্তি ফি, মিলাদ ফি, লাইব্রেরি ফি, গবেষণাগার ফিসহ বিভিন্ন নাম দিয়ে একজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে বারো থেকে বিশ হাজার টাকা। বলা বাহুল্য, শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের জিম্মি করে আদায় করা এ টাকার খুব অল্প অংশই স্কুলের উন্নয়নের কাজে ব্যয় হয়। বেশির ভাগ অংশই হয় লোপাট। অবশ্য স্কুল কর্তৃপক্ষের লোপাটের ভাগীদার কিন্তু শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারাও। নইলে সরকারি নির্দেশনামার পাঁচ হাজার টাকার ভর্তি ফি পনের-বিশ হাজার টাকা হয় কোন সাহসে।

সরকার ঘোষিত বিনামূল্যের বই বিতরণ নিয়েও দুর্নীতি চলছে। এখানে দুর্নীতি হচ্ছে নোট ও গাইড বইয়ের প্রকাশকদের সমন্বয়ে। শিক্ষার্থীরা যদি জানুয়ারিতেই বিনামূল্যের বই হাতে পেয়ে যায় তাহলে নোট ও গাইড বই কিনবে না- এজন্য বই ছাপা হওয়ার পরও বিভিন্ন টালবাহানায় শিক্ষার্থীকে বই দেয়া হচ্ছে না। এ অভিযোগে শিক্ষামন্ত্রীর আদেশে ঢাকা জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। কিন্তু যে কর্মে স্কুলের শিক্ষক থেকে শুরু করে মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জড়িত, সেখানে এক শিক্ষা কর্মকর্তার সাসপেন্ডে সব যে রাতারাতি পরবর্তন হয়ে যাবে, সে আশা করা যায় না।

কিন্তু তাই বলে বসে থাকলেও চলবে না। শিক্ষা কর্মকর্তাকে সাসপেন্ডের মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রী মেসেজ দিয়েছেন শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি বরদাশত করা হবে না। শিক্ষা বিষয়ক সবাইকে শিক্ষামন্ত্রীর এ মেসেজ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। যারা ভর্তি ফি বাবদ সরকারি নির্দেশনামারও দ্বিগুণ-তিনগুণ বেশি নিচ্ছে তাদেরও বোঝা উচিত- তাদের এ অসৎ কর্মকাণ্ড শিক্ষামন্ত্রীর গোচরীভূত আছে। সুতরাং সাধু সাবধান।

শিক্ষা কর্মকর্তাকে সাসপেন্ডের মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রী মেসেজ দিয়েছেন শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি বরদাশত করা হবে না। শিক্ষা বিষয়ক সবাইকে শিক্ষামন্ত্রীর এ মেসেজ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। যারা ভর্তি ফি বাবদ সরকারি নির্দেশনামারও দ্বিগুণ-তিনগুণ বেশি নিচ্ছে তাদেরও বোঝা উচিত- তাদের এ অসৎ কর্মকাণ্ড শিক্ষামন্ত্রীর গোচরীভূত আছে। সুতরাং সাধু সাবধান।